333514 - মহামারী ছড়য়িে পড়া কংিবা ছড়য়িে পড়ার আশংকা থাকা অবস্থায় জুমার নামায ও নামাযরে জামাতে উপস্থতি হওয়ার হুকুম

প্রশ্ন

মহামারী ছড়য়িে পড়া কংিবা ছড়য়িে পড়ার আশংকা থাকা অবস্থায় জুমার নামায ও জামাতরে সাথে নামাযে উপস্থতি না হওয়ার রুখসত বা অবকাশরে হুকুম কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সৌদি আরবরে উচ্চ উলামা পরষিদরে সদস্যগণ কর্তৃক ইস্যুকৃত সদ্ধিান্ত নং-২৪৬; তারখি: ১৬/৭/১৪৪১ হজিরী; এর বক্তব্য নম্নিরূপ:

সমস্ত প্রশংসা বশি্ব জাহানরে প্রতপিালক আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি, তাঁর পরবিার-পরজিন ও সাহাবীবর্গরে প্রতি। অতঃপর:

১৬/৭/১৪৪১ তারখি রোজ বুধবার রয়িাদে অনুষ্ঠতি উচ্চ উলামা পরষিদরে চব্বশিতম অসাধারণ সভায় পরষিদরে কাছে পশেকৃত 'মহামারী ছড়য়িে পড়া কংিবা ছড়য়িে পড়ার আশংকা থাকা অবস্থায় জুমার নামায ও জামাতরে সাথে নামাযে উপস্থতি না হওয়ার রুখসত (অবকাশ)-এর বষিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। ইসলামী শরয়িতরে দললিপ্রমাণ, উদ্দশ্যেলক্ষ্য, নীতমিালা ও এ সংক্রান্ত আলমেদরে বক্তব্য সর্বতোভাবে অবগতরি পর উচ্চ উলামা পরষিদ নম্নিোক্ত ঘোষণা দয়ে:

এক: মহামারী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তরি জুমার নামায ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযরে জামাতে উপস্থতি হওয়া হারাম। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ "অসুস্থ পশুকে যনে সুস্থ পশুর মাঝে প্রবশে করানো না হয়।"[বুখারী (৫৩২৮) ও মুসলমি (৪১১৭)]

তনিি আরও বলনে: إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ “তোমরা কোন এলাকায় প্লগে রোগরে সংবাদ শুনলে সখোনে প্রবশে করো না। আর যদি কোন এলাকায় তোমরা অবস্থান করার মধ্যে সখোনে প্লগে রোগ শুরু হয় তবে তোমরা সখোন থকেে বরে হবে না।"[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

দুই: বশিষেজ্ঞরা যার ব্যাপারে সদ্ধিান্ত নয়িছেে যে তাকে কোয়ারন্টেইনে থাকতে হবে তার উপর ওয়াজবি হচ্ছে— এ সদ্ধিান্ত মনেে চলা, নামাযরে জামাতে ও জুমার নামাযে হাজরি না হওয়া। নামাযগুলো নজিরে বাসায় কংিবা তার কোয়ারন্টেইনরে স্থলে আদায় করা। যহেতেু আল-শারদি বনি সুওয়াইদ আছ-ছাকাফি (রাঃ) বর্ণনা করছেনে যে, তনিি বলনে: "ছাকীফদরে প্রতনিধিি দলে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তি ছলি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে লোক পাঠয়িে জানালনে যে, নশ্চিয় আমি আপনার বাইআত গ্রহণ করছে;ি অতএব আপনি ফরিে যান।"[সহহি মুসলমি]

তনি: যে ব্যক্তি এই আশঙ্কা করছে যে সে নজিে আক্রান্ত হবে কংিবা অন্যকে আক্রান্ত করবে তার জন্য জুমার নামায ও নামাযরে জামাতে হাজরি হওয়ার রুখসত (অবকাশ) রয়ছে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "নজিে ক্ষতগ্রিস্ত হওয়া নয় এবং অন্যকে ক্ষতগ্রিস্ত করা নয়।"[ইবনে মাজাহ] উল্লখেতি অবস্থাগুলোতে যে ব্যক্তি জুমার নামাযে উপস্থতি হবে না, সে জুমার বদলে নজিগৃহে চার রাকাত যোহররে নামায আদায় করবে।

এই বৃিতি দয়োর সাথে সাথে উচ্চ উলামা পরষিদ সকলকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে সকল আদশে, দকিনর্দিশেনা ও নয়িমকানুন জারী করা হয় সগেুলো মনেে চলার উপদশে দচ্ছি।ে

আরও উপদশে দচ্ছি— আল্লাহকে ভয় করার, দোয়ার মাধ্যমে ও আকুতি মনিতি করার মাধ্যমে তাঁর কাছে ধর্ণা দয়োর; যাতে করে তনিি এ মহামারী উঠয়িে ননে। আল্লাহ বলনে:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"আল্লাহ যদি তোমাকে বপিদে ফলেনে তবে তনিি ব্যতীত তা থকেে উদ্ধার করার ক্ষমতা কারো নইে। আর তনিি যদি তোমার কল্যাণরে ইচ্ছা করনে তবে তাঁর অনুগ্রহ প্রতহিত করার ক্ষমতা কারো নইে। তাঁর বান্দাদরে মধ্যে তনিি যাকে ইচ্ছা তাকে কল্যাণ দান করনে। আর তনিি অধকি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৭]

তনিি আরও বলনে: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "আর তোমাদরে পালনকর্তা বলনে: তোমরা আমাকে ডাকো; আমি তোমাদরে ডাকে সাড়া দবিো।"[সূরা গাফরে; আয়াত: ৬০]

আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি, তাঁর পরবিার-পরজিন ও সাহাবীবর্গরে প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।

সূত্র: https://www.spa.gov.sa/2047028

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।